আদর্শিক দৃঢ়তা বনাম প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি

দেশ বর্তমান সময় এক অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পটপরির্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জুলাই'২৪ অভ্যুত্থানের এক বছর পরও সেই কাংখিত নতুন বাংলাদেশ দৃশ্যমান হয়নি। নয়া বন্দোবস্তের বহু শোরগোল শোনা গেলেও পুরোনো বন্দোবস্তের পথেই দেশ এগিয়ে চলেছে। চিরাচরিত নির্বাচন-নির্বাচন আওয়াজের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন। যে গণতন্ত্র বিশ্বব্যাপী মানবতা হরণকারী, অশান্তি সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা হিসাবে সুপ্রমাণিত, সেই গণতন্ত্রের বিষ গলধঃকরণ করার প্রস্তুতিই নিচ্ছে সকল রাজনৈতিক দল। এমনকি ইসলামী দলগুলিও। ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে আদর্শ ও নৈতিকতার প্রশ্ন যেন একেবারেই মূল্যহীন। ছলে-বলে-কৌশলে যেকোন মূল্যে সোনার হরিণটা পাবার দুর্নিবার লোভ প্রতিনিয়ত হরণ করছে আমাদের নৈতিক দৃঢ়তা ও আদর্শিক জবাবদিহিতা। মরীচিকার পিছনে ছুটতে ছুটতে আর নীতি-নৈতিকতার ছাড় দিতে দিতে সবকিছু হারিয়ে আমরা শিকার হচ্ছি চূড়ান্ত আদর্শিক দেউলিয়াত্বের।

অথচ আদর্শের উপর অবিচল থাকা একজন মুমিনের অপরিহার্য দায়িত্ব। দূর্যোগ যতই ঘনীভূত হৌক, পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হৌক, সঙ্গী-সাথী যতই কম হৌক না কেন, আদর্শের উপর টিকে থাকাটাই বিজয়ের সোপান। টোকা-শ্যাওলার মত স্রোতে ভেসে যাওয়াটা মুমিনের কাজ নয়। আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং তুমি (মুহাম্মাদ) এবং তোমার সাথী যারা তওবা করেছে, সকলে অবিচল থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা করছ তিনি সবকিছু দেখেন' *(হূদ-মাক্কী ১১/১১২)*। এই আদর্শিক দৃঢ়তাই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামকে বিজয়ী করেছিল। এটি মুমিনের কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক শক্তিশালী চালিকাশক্তি। এই অবিচলতার একটি সাধারণ সূত্র হ'ল যাবতীয় প্রতিকূলতা, প্রলোভন বা হুমকির মুখেও মূলনীতি ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকা। যা মুমিনের নৈতিক সাহস, আত্মত্যাগ ও প্রতিরোধের চেতনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই আদর্শিক দৃঢ়তা কেবল একটি বিশ্বাস মাত্র নয়, বরং এটি একটি বৈপ্লবিক শক্তি যা মানুষকে সত্যের পথে অজেয় করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের দিকে সংগঠিত করে। আর এই আদর্শিক দৃঢ়তাই মানুষের মধ্যে একসময় গণসচেতনতা গড়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আনে। যেমন মাক্কী জীবনে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে রাসূল (ছাঃ)-এর ঈমানী দৃঢ়তা ও নিরন্তর দাওয়াত মানুষের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সূচিত করে। যা পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিজয়ের ভিত্তি ছিল। অতএব একমাত্র ঈমানী দৃঢ়তাই বিজয়ের শর্ত, জনগণের ভিড় নয়। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১৩৯)*। প্রকৃত প্রস্তাবে রাসূল (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবনের দৃঢ়তার পুরস্কার ছিল মাদানী জীবনের বিজয়।

প্রশ্ন হ'ল, দ্বীন তবে কীভাবে কায়েম হবে? ক্ষমতার মসনদে আরোহণের মাধ্যমে, না কি জনগণের হৃদয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে? প্রথম পন্থাটি হ'ল বর্তমানে কথিত ইসলামী রাজনীতির দাবীদারদের। আর দ্বিতীয়টি হ'ল নবীগণের তরীকার অনুসারী মুমিনদের। নবীগণের তরীকায় একজন মানুষ তাওহীদের পথে ফিরে আসলে, ইসলামকে মনেপ্রাণে কবুল করলে তার পুরো জীবনটাই স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে ব্যবসা করলে সূদ-ঘুষ-মজুদদারী থেকে বিরত হয়। পারিবারিক জীবনে সে হয় একজন আল্লাহভীরু ও সুন্দর চরিত্রের মানুষ। রাজনীতি করলে সে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে। দ্বীন কায়েম কেবল শাসক বদল আর কিছু আইন সংস্কারের ব্যাপার নয়, বরং পুরো সমাজের আক্বীদা, আমল ও আখলাকের পরিবর্তনের ব্যাপার। শুধুমাত্র নেতা বদলে গেলেই দ্বীন কায়েম হয় না, যদি জনগণের আক্বীদা ও আমল বিকৃত থাকে। কারণ সমাজ গঠনের মূল উপাদান হ'ল মানুষ, শুধু শাসক নয়। সেজন্য ইসলামী রাজনীতির নামে পৃথক পরিভাষা চালুর কোন প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন হ'ল মানুষকে ইসলামের বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ রূপটা বুঝানো। অধিকাংশ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা রাখে না। তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য বুঝে না। ইসলামী নেতাদের কর্তব্য ছিল সবার আগে মানুষকে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা। চেতনাহীন ও আদর্শহীন মুসলিম-অমুসলিম এক দল লোকের ভোট নিয়ে ইসলামী আইন চালু করতে গেলে ঐসব ভোটারদের খুশী করতে গিয়েই ইসলাম কায়েম হবে না। তাই ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে জনগণের বিশুদ্ধ ঈমান বৃদ্ধির চেষ্টা করা আবশ্যক। তবেই 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' হিসাবে মুসলমানরা তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবে। আর শ্রেষ্ঠ উম্মতের বৈশিষ্ট্য হ'ল 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা। আর মা'রূফ ও মুনকার তথা ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। যার বুঝ হ'তে হবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। পরবর্তী যুগের কোন চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ, মুরব্বী ও আকাবের ও পীর-মাশায়েখদের বুঝ অনুযায়ী নয়।

দূর্ভাগ্য, বর্তমানে গণতন্ত্র আর নির্বাচন এক নয় বলে এক নতুন কৌশল বের করা হয়েছে। তারা বলছেন, আমরা গণতন্ত্র মানি না, শুধু নির্বাচনে অংশ নিই অথবা নির্বাচনকে আমরা কেবল একটি পন্থা হিসেবে ব্যবহার করি। অথচ তা আদৌ সত্য নয়। কেননা গণতন্ত্রের মেরুদণ্ডই হ'ল পপুলার ভোটের নির্বাচন। নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকরই হয় না। সুতরাং এতে অংশ নেয়া মানে সুস্পষ্টভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর অংশ হওয়া। যখন তারা গণতান্ত্রিক আদর্শে গঠিত নির্বাচনী পদ্ধতিতে অংশ নিচ্ছেন, তখন তারা সেই আদর্শকে সচেতনভাবেই সমর্থন করছেন। এর দ্বারা তারা গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, অথচ মুখে বলছেন 'গণতন্ত্র শিরক!' এভাবে একদিকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়া, অন্যদিকে গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা–স্পষ্টতই দ্বিমুখী নীতি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতারণা। যা থেকে বিরত থাকা মুমিনের জন্য আবশ্যক।

সত্যিকার অর্থে, ব্যক্তির মধ্যে ইসলাম কায়েম হ'লেই সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েমের পথ সূচিত হয়। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিবার, সমাজ এবং গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটতে শুরু করে। আর এমন এক সমাজে যদি রাষ্ট্রক্ষমতায় অমুসলিমও থাকেন, তবুও তারা

মুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। এমনকি ন্যায়ের প্রতি অনুগত ও সত্যনিষ্ঠ শাসকেরা একসময় বাদশাহ নাজাশীর মতো নিজেরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে দেশকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের বিজয় ও ভবিষ্যৎ নবীদের তরীকায় নিহিত। যে তরীকায় ক্ষমতার লড়াই নেই। সশস্ত্র মহড়া নেই। মসনদের লোভ নেই। রাজনীতির নামে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির সুযোগ নেই। পক্ষ ও বিপক্ষ এবং সরকারী ও বিরোধী দল নেই। প্রতিপক্ষের উপর যুলুম করা, তাদের সম্পদ দখল করা, চাঁদাবাজি করা, না পেলে রাস্তায় পিটিয়ে হত্যা করা, পরস্পরের চরিত্র হনন করা, গীবত ও পরনিন্দা নেই। বরং তারা সমাজে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে মানুষের অন্তরে বিশুদ্ধ ঈমানের আলো জ্বালিয়েছেন, তাওহীদের শক্তিতে মানুষের হৃদয়কে শক্তিশালী করেছেন। তাদের মধ্যে আখেরাতে জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন। ফলে ধীরে ধীরে সমাজ ও রাষ্ট্র বদলে গেছে। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পথ শুরু হয় আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে, শেষ হয় সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে। আমরা মানুষকে সেপথেই আহ্বান জানাই। এটাই ইসলাম প্রদত্ত মানবিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পথ, যেখানে হৃদয় জয়ের মাধ্যমে বিজয় আসে। জনশক্তি ও অস্ত্রশক্তির মাধ্যমে নয়। ইসলামের এই পরিচ্ছন্ন তরীকা ছেড়ে ক্ষমতা দখলের ধ্বংসাত্মক লড়াইয়ে জীবনপাত করা কোন ইসলামী পথ নয়। নবীগণের পথ নয়।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ইসলামের জাগতিক স্বার্থে বাতিলের সাথে সাময়িক আপোষ করা যায়, তবে আমরা নযর দেব বিগত ইতিহাসের দিকে। মিসর, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, তিউনিসিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা একচেটিয়া। এসব দেশে বহু ইসলামী রাজনৈতিক দল আছে। এমনকি মিসর, আলজেরিয়া ও পাকিস্তানসহ কতিপয় দেশে কিছু আহলেহাদীছ ও সালাফী সংগঠনও গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। তারপরও কোন দেশেই কি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের কোন গঠনমূলক ও স্থায়ী বিজয় দৃশ্যমান হয়েছে? শরী'আহভিত্তিক সমাজ কি গড়ে উঠেছে? নাকি ইসলামী শাসনব্যবস্থার কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে? বরং দিন দিন পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে। বাতিলের সাথে আপোষ করে কিছু ব্যক্তি সুবিধা আদায় করা ছাড়া ইসলামের কোনই উপকার হয়নি।

মরক্কোতে ২০০২ সালের নির্বাচনে ৩২৫টি আসনের মধ্যে ৪২টি আসন পেয়েছিল 'জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট' (আদালত) নামক ইসলামিক পার্টি। কিন্তু দেখা গেছে যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্র গঠন বা ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের দাবী না তুলে তুরস্কের মডেলে কেবল গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে। তুরস্কে জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি প্রধান রিসেপ তাইয়েব এরদোয়ান ১৪ই মার্চ ২০০৩ থেকে অদ্যাবধি দীর্ঘ ২২ বছর এবং মালয়েশিয়ায় মাহাথির মুহাম্মাদ দু'বারে দীর্ঘ ২৪ বছর ক্ষমতাসীন থাকলেও তাদেরও একই দূরবস্থা। মিসরের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মূরসী (৩০শে জুন ২০১২-৩রা জুলাই ২০১৩ খৃ.) এক বছরের মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় মৃত্যুবরণের মাধ্যমে মর্মান্তিক পরিণতি বরণ করেছেন। ক্ষমতায় গিয়েও তিনি ইসলামের জন্য কিছুই করতে পারেননি। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কারের পরিবেশ তৈরী হ'লেও কোন রাজনৈতিক ইসলামী দলকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শরী'আহ বাস্ত বায়নের দাবী করতে দেখা যায়নি। এ সব দলের লোকদের নিয়ত হয়তবা সৎ থাকলেও কিংবা জনগণ তাদের পক্ষে থাকলেও ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সিস্টেমের ছাঁচে পড়ে তারা তাদের দাবী থেকে পিছু হটে গিয়েছেন। মূলত গণতন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর কোন দেশেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নযীর নেই। এজন্য মিসরে ৯৯ শতাংশ এবং বাংলাদেশের ৯২ শতাংশ মানুষ ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের পক্ষে থাকলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার প্রতিফলন কখনই সম্ভব নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হলে এবং নবীদের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাতিলের পথ ও পন্থা অনুসরণ করলে কখনই তাতে প্রকৃত কল্যাণ আসে না, আসতেও পারে না।

সুতরাং পশ্চিমাদের দেখানো তাগূতী তরীকা নয়, প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা নয়, বরং ইমারত ও শূরা ভিত্তিক ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থাই কাম্য। সে পথেই আমরা সকল ইসলামী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই। আমরা সকল ঈমানদার ভাই-বোনকে কুফরী তন্ত্র-মন্ত্র ছেড়ে নবীদের তরীকায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাই। যার শুরুটা হবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার মাধ্যমে। যার বিজয় সূচিত হবে আদর্শিক মযবূতীর মাধ্যমে। মিসরীয় বিদ্বান ক্বাযী হাসান আল-হুযায়বী (১৮৯১-১৯৭৩খৃ.) যথার্থই বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের জনপদে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে'।

অতএব আসুন এই আদর্শিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে আমরা দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকি। ফেৎনাপূর্ণ পথ ও মত থেকে নিজেদের হেফাযত করি। ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার পথে নয়, বরং দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে আদর্শের পথে আহ্বান করি। রাসূল (ছাঃ) ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে তাওহীদের দাওয়াত দেননি। বরং সেই দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই নেতৃত্ব তৈরী হয়েছে এবং তারাই পরবর্তীকালে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করেছেন। আর এভাবেই দ্বীন কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে চান তাকে ক্ষমতা দান করে থাকেন *(আলে ইমরান ৩/২৬)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন *(স.স.)*।

বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি', 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' ও 'তিনটি মতবাদ' বই। প্রাপ্তিস্থান : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০।

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৯১৬-১২৫৫৮৩, ০১৭৯৭-৯০০১২৩

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৪৪৭ হি./১৪৩২ বাং/ জুলাই ২০২৫ খৃ.।